AME(ICT RTHD)
21/03/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভূক্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভা'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি : খন্দকার রাকিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ০৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অংশীজন সভায় আগত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক এ বিভাগের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি সম্পর্কে এবং এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়ে প্রাথমিক ধারনা দেয়ার জন্য একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। অতপর "অংশীজন সভা" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ষ্টেক হোল্ডারদের বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলে নিম্নোক্ত বক্তাগণ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

২.১ সাধারন সম্পাদক, সড়ক ও জনপদ প্রকৌশলী সমিতি: আলোচনায় অংশ নিয়ে জানতে চান বিভিন্ন অভিযোগ পরামর্শ সংক্রান্ত শুধু শুদ্ধাচার বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের জন্য এই আয়োজন কি না? সওজ এর প্রকৌশলী সমিতির পক্ষ হতে তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেন।

২.২ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ: ধন্যবাদ জানান অংশীজন সভা আয়োজনের জন্য। এ বিভাগের সরাসরি সংশ্লিষ্ট এবং অধীন সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েও আওতা বহির্ভূত একজন সেবা প্রার্থীর সমস্যা/অভিযোগ সম্পর্কিত আলোচনা হতে পারে। সেবা প্রার্থীকে সেবাদানের বিষয়ে কাগজে কলমে লিখে শেষ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকার প্রশ্ন আছে যা বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে।

২.৩ সাংগাঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন : দুরপাল্লার যানবাহনের চালকদের সমস্যা অন্যান্য পরিবহনের চালকদের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতা। যানবাহন নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে তাদের বিশ্রামের জন্য নিরাপদ কোন স্থান নেই। তাই অবিলম্বে দুরপাল্লার গাড়ী চালকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। সড়ক দূর্ঘটনার পতিত হলে চালকদের ত্রুটি না থাকলেও চালকদের প্রথমে আক্রমনের শিকার হতে হয়। দূর্ঘটনার আহত ব্যক্তির জরূরী চিকিৎসার জন্য আশে পাশে তেমন হাসপাতাল পাওযা যায় না।

২.৪ সাধারন সম্পাদক, বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ): বিআরটিসিতে পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তাহীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ইতিপূর্বে তাদের অনেক জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নিরাপদে পণ্য পরিবহনের জন্য টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে এ ঝুঁকি বহুলাংশে কমে যাবে। বর্তমানে মহাসড়কের অনেক স্থানে খানা-খন্দে ভরা। জরূরী ভিত্তিতে এই খরা মৌসুমে মেরামতের প্রয়োজানীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দানের জন্য অনুরোধ করেন। মহানগরীতে নিরাপদ যাত্রী সেবার জন্য সবচে বড় অন্তরায় যানজট। এই অসহনীয় যানজট কিভাবে নিরসন করা যায় সেজন্য সমন্বয় ও শুদ্ধাচার প্রয়োজন। মালিক সমিতি/শ্রমিক ফেডারেশন বিভেদ ভুলে সবাইকে মিলেমিশে যৌথভাবে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে হবে। গাড়ীচালকদের সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সেবা প্রদানের জন্য বিআরটিসি এর চালকদের অধিকাংশই প্রশিক্ষিত এবং শুদ্ধাচারের আওতায় আনা হয়েছে মর্মে তিনি দাবী করেন। যাত্রীসেবায় সকল চালকদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন, প্রতিযোগীতার মনোভাব পরিহার করতে হবে।

চলমান পাতা-০২

২.৫ সাধারন সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি : সড়ক হলো সেবার সবচেয়ে বড় খাত। সড়ক, মহাসড়ক তৈরীতে ঠিকাদারদের অবদান আছে। তিনি উল্লেখ করেন সড়ক তৈরীতে যে কত প্রকার প্রতিবন্ধকতা আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। সড়ক নির্মাণে মান সম্মত কাজ চাইলে দাম দিতে হবে। নতুন আইনে ৩ বছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা হতে অব্যাহতি দিতে পিপিআর অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে হবে। ঠিকাদাররা আর্থিক অভাবে দিনাতিপাত করছে। সড়কের কাজ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সবাই কাজ পাচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দাবী দাওয়া মেনে নিয়ে সামর্থ অনুযায়ী সবাইকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। টেন্ডারের ফাক-ফোকর বন্ধ করতে হবে।

২.৬ সাধারন সম্পাদক, সড়ক ও জনপদ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন: এরুপ অংশীজন সভায় ২য় বারের মত অংশগ্রহণ করতে পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন সওজ এ কর্মরত ৭০৫৯ জন ওয়াকচার্জ কর্মচারীদের স্থায়ী করার দাবীর বিষয়ে ইতিপূর্বেও অবহিত করা হয়েছে, সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। এ বিষয়ে পিএসসি'র সুপারিশ, আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন কবে মিলবে এ নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। চলমান এ সমস্যা দ্রুত সমাধান করে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে অনুরোধ করেন।

২.৭ সাধারন সম্পাদক, ঢাকা আটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন: ২০০৭ সালে সরকার সিএনজি অটো রিক্সা সেক্টরে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে বৈধ থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা চালাকদের মধ্যে ৫০০০ সিএনজি চালিত অটোরিক্সার রেজিষ্ট্রেশন বিলি বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিআরটিএ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন গ্রহণ করে উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে অটোরিক্সার যাত্রী হয়রানী বন্ধ হবে। নো-পার্কিং অযুহাতে সিএনজি অটোরিক্সা হতে ট্রাফিক সার্জেন্টদের রেকার দিয়ে অর্থ আদায় বানিজ্য বন্ধ করতে অনুরোধ করেন।

২.৮ সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন : সিএনজি চালিত বর্তমানে ১৫০০০ এর অধিক অটোরিক্সা অবৈধভাবে চলাচল করছে। ঢাকার বাহিরে চলাচলকারী সিএসজি অটোরিক্সা রং আলাদা করে চিহ্নিত করা জরুরী। অবৈধভাবে চলাচল করা সিএনজি চালিত অটোরিক্সা চলাচল বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ছে।

২.৯ সিএনজি ষ্টেশন মালিক সমিতি : এ বিভাগের ভূমি বরাদ্দ নীতিমালায় সিএনজি স্টেশন এপ্রোচ রোড বিষয়ে চলমান সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আইন প্রয়োগ না করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

২.১০ সভাপতি, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন: দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ডিসেম্বর-২০১৭ এ সংক্রান্ত মিটিংয়ের পরে সওজ এর ওয়ার্কচার্জ কর্মচারী প্রায় ৫৬ জন মৃত্যুবরণ করেন। মানবিক কারণে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের দাবী জানান।

২.১১ সভাপতি, থ্রি হুইলার অটো রিক্সা মালিক গ্রুপ ইউনিয়ন: ঢাকা ও চট্রগাম মহানগরীর সিএনজি চালিত অটো রিক্সা প্রতিস্থাপন যাতে সহজে করা যায় তার সু-ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। জানুযারি/১৮ তারিখে বিআরটিএ অফিসে প্রতিস্থাপন করার জন্য আবদন করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিআরটিএ'র এই কালক্ষেপনে গাড়ীর মালিকের ক্ষতিগ্রস্থ ও হয়রানির স্বীকার হচ্ছে। ঢাকার আশে-পাশে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার রেজিস্ট্রেশনকৃত সিএনজি চালিত অটোরিক্সা যাতে ঢাকা মহানগরীতে চলাচল করতে না পারে তার সু-ব্যবস্থার অনুরোধ জানান। তাছাড়া ঢাকার বাইরে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে চিহ্নিত করার দাবী করেন।

২.১১ বিআরটিসি ডিপো চালক সমিতির প্রতিনিধি: যানবাহন মালিক সমিতির অসহযোগীতায় এবং পুলিশের জন্য গাড়ী দাঁড়াতে না দেয়ায় সার্বিকভাবে যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে।

২.১২ সাধারন সম্পাদক, সওজ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি প্রতিনিধি: ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সরকারী কাজ করতে গিয়ে তাদের সুবিধা/অসুবিধা দেখার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীগণের যানবাহন বলতে পুরাতন মটর সাইকেল যা রাস্তায় যানবাহন নষ্ট হয়ে গেলে কিছু করার থাকে না। Sub Asstt. Engineer দের সাথে দাপ্তরিক কাজে সহায়তাদানের জন্য জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের যথাসময়ে পদন্নোতি না হলে মানসিক অবস্থা ভাল থাকে না, মনোবল হারিয়ে ফেলে, যা শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

২.১৩ রানা মটরস প্রতিনিধি: বিআরটিএ এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন স্বল্প পরিসরে বিআরটিএ এখন নেই, বর্তমানে বৃহৎ পরিসরে জনবল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাজের মান এবং সেবাদানের পদ্ধতি জটিল হয়েছে। বিআরটিএ নিয়োগকৃত জনবলকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসাবে গড়ে তুলে সেবাদান পদ্ধতি আরো কিভাবে সহজ করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। বিআরটিএ সংক্রান্ত টাকা ব্যাংক জমা দিতে গেলে অথবা বিভিন্ন বুথ সমূহে টাকা জমা দিতে গেলে ও ১টির বেশী জমা নিতে অস্বীকৃতি জানায় ফলে সেবা নিতে আসা গ্রাহকদের সময়ের অপচয়সহ বিভিন্নভাবে হয়রানীর স্বীকার হতে হয়। নিবন্ধনের জন্য বিআরটিএ গাড়ী হাজির করার আবশ্যকতা তাদের জন্য দূরহ কারণ দিনের বেলায় ঢাকা যথা নগরীতে ট্রাক নিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব হয়না। সারা বাংলাদেশে বিআরটিএ অফিস হতে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অনুরোধ করে তিনি বলেন যাতে তাদের স্টাফদের হয়রানীর শিকার হতে না হয়।

২.১৪ Accident Research Institute (ARI)প্রতিনিধি: ARI এর কাজে এ বিভাগের আরো সহযোগীতা প্রয়োজন। ট্রাক টার্মিনাল/বাস টার্মিনাল নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে। বাস-বে গুলো সচল থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে সচিবালয় সংলগ্ন অচল বাসস্টান্ড বাস-বে চালু করে তা সুচনা করা যেতে পারে। যশোর-বেনাপোল রোডে গাছ কাটার বিষয়ে আলোচনা করে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য সকলকে ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

২.১৫ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ: বিআরটিএ দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। ট্রাক স্ট্যান্ড নির্মাণ করার বিষয়টি সরকারে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। তাছাড়া দুরপাল্লার বাস/ট্রাক চালকদের বিশ্রামাগার তৈরীর জন্য স্থান নির্ধারণের বিষয়টির প্রক্রিয়া চলমান। বিআরটিএ'র সেবার মান পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআরটিএ'র সেবার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

২.১৬ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট): সওজ এর ঠিকাদার সমিতির প্রতিনিধির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন, বকেয়া বিল পাওনার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ জড়িত। বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয় এ বিভাগের কোন অবহেলা নেই। কিভাবে এত পাওনা জমে গেল তা ঠিকাদারগণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ খতিয়ে দেখতে পারেন। এ বিষয়ে শুদ্ধাচার আগে প্রয়োগ করা হলে এ অবস্থার সৃষ্টির হতো না।

২.১৭ সৈয়দ আবুল মকসুদ, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১২ সনে প্রণীত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ভিতর উল্লেখযোগ্য সব কিছুই লেখা আছে। এই বইটা অনুসরণ করলেই এবং এর দিক নির্দেশনা মেনে চললেই অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। জাতীয় চরিত্র গঠন ও মজবুত করতে হবে। এর জন্য সময়ের দরকার। দ্রুত ও একার পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব না। যারা সমাধান করবেন তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাত্রী পরিবহনে সদাচারনের বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়। আচরণ ভাল করতে হবে। ওয়াকচার্জ কর্মচারীদের ব্যাপারে সমবেদনা জানিয়ে বলেন সমস্যাটি সমাধান প্রয়োজন। তবে চাইলেই সব কাজের সমাধান দ্রুত সম্ভব হয়না। তাছাড়া বিআরটিএ সেবা প্রদানে অভিযোগের বিষয়ে বলেন, বিআরটিএ কে দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে চলবে না। সেবা প্রার্থীকেও আরো সচেতন হতে হবে। বিআরটিএ এর ভূমিকা আরো উন্নত হতে হবে, আচার-ব্যবহার ভাল করতে হবে।

২.১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রতিনিধি: অদ্যকার অংশীজন সভায় সরব উপস্থিতি এবং প্রানবন্ত আলোচনা দেখে তিনি মুগ্ধ/অভিভূত। সেবাদান এবং সেবা গ্রহণকারী সমন্বয় এরুপ সভায় উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পেয়ে তিনি নিজেকে সম্মানিত এবং গর্বিত বোধ করছেন। অংশীজন সভায় আয়োজন ছিল চমৎকার, বাস্তবতার নিরিখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটাকে মডেল হিসেবে নেয়া যায় কিনা তাঁর উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

০৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট সভায় উত্থাপিত ও আলোচিত সমস্যাসমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করে আশা প্রকাশ করেন অংশীজনদের উপস্থাপিত সমস্যাসমূহ আইন, বিধি-বিধান অনুসরণে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে গুরুত্বসহকারে সমাধানে বিবেচিত হবে :

ক. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন;

চলমান পাতা-০৪

খ. দূরপাল্লার চালকদের বিশ্রামের জন্য মহাসড়কের পার্শ্বে নির্ধারিত স্থান প্রয়োজন;
গ. দূর্ঘটনার পরপরই যাত্রীদের মালামালের এবং পরিবহন কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধানে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দূর্ঘটনা কবলিত যানবাহনের কর্মচারীদের উপর আক্রমনাত্মক মনোভাব থেকে বিরত রাখতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা;
ঘ. সড়ক-মহাসড়ক সংস্কার কাজ গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা;
ঙ. পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ভেদাভেদ ভুলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে;
চ. সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গাড়ী চালকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে;
ছ. যাত্রীসেবায় চালক-সহকারীদের মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন;
জ. মহাসড়ক নির্মাণ/সংস্কারে রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদারদের দায়িত্বের সময়সীমা বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন প্রয়োজন। ঠিকাদারদের পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা এবং মহাসড়ক-সড়ক মেরামত কাজ গোষ্ঠী বিশেষের কাছে চলে গিয়ে জিম্মি হওয়া পরিস্থিতির উন্নয়ন;
ঝ. বৈধ থ্রি-হুইলার চালকদের মাঝে নতুন অটোরিক্সার রেজিষ্ট্রেশন দ্রুত দেয়ার ব্যবস্থা করা;
ঞ. নো-পার্কিং জোন অজুহাতে সিএনজি অটো রিক্সা চালকদের হয়রানী বন্ধ করা;
ট. ঢাকা মহানগরী অটোরিক্সার রং আলাদা করে বহিরাগত অটোরিক্সা চলাচল বন্ধ করা;
ঠ. সিএনজি-পেট্রোল পাম্প ষ্টেশনে এপ্রোচ রোড বিষয়ক সমস্যার দ্রুত সমাধান করা;
ড. সওজ ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের নিয়মিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঢ. বিআরটিসি বাস মহাসড়কে নির্ধারিত স্থানে/বাসষ্টপে দাঁড়াতে কিছু ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে যাত্রীসেবা বিঘ্নিত করা বন্ধ করা;
ণ. সওজ উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের যানবাহন, লোকবল দেওয়া এবং পদোন্নতি সমস্যার সমাধান করা;
ত. বিআরটিএ'তে বিভিন্ন খাতের অর্থ জমা নিতে নির্ধারিত কিছু ব্যাংক শাখার অসহযোগীতা বন্ধ করা;
থ. যে কোন যানবাহনের জন্য বিআরটিএ'র সকল জেলা অফিস থেকে ফিটনেস প্রদান ব্যবস্থা চালু করা;
দ. মহানগরীসহ বিভিন্ন স্থানের বাস-বে কার্যকরভাবে চালু করা;
ধ. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ধৈর্য্য ধরে সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া।

০৩। সভাপতি সমাপনী ভাষণে বলেন, এ বিভাগ, এ বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা এবং উপস্থিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সুচিন্তিত পরামর্শ/মতামত সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। এ বিভাগের অংশীজনদের সম্মিলিত প্রয়াসে পরিবহন সেক্টরে কাঙ্খিত পরিবর্তন আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অংশীজনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে সড়ক পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল খাতে চলমান উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাব। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/৩/২০১৮
খন্দকার রাকিবুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৪.০৬.০২৩.১৭-৪১

তারিখ : ০৬ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২০ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৩। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/উন্নয়ন/এস্টেট/আইন ও সংস্থা/আরবান ট্রান্সপোর্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
৫। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা

চলমান পাতা-০৫

৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
৮। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৯। পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
১০। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/বিআরটিসি/এস্টেট/বিআরটিএ সংস্থাপন/টোল ও এক্সেল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
১১। উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ/বাজেট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সওজ অধিদপ্তর/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি।
১৩। সৈয়দ আবুল মকসুদ, আজিজ এপার্টমেন্ট, বাসা নং- ২৫, ফ্ল্যাট নং- ৫/ডি, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
১৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৬। জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, পরিবহন ভবন, ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৭। জনাব মোঃ ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
১৮। জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
১৯। জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, ৪র্থ তলা, তেজগাঁও, ঢাকা
২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ ইমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
২৭। জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক, বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারি লীগ (সিবিএ), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সিএনজি ফিলিং স্টেশন ওনার্স এসোসিয়েশন, ১৫/৫ বিজয় নগর, আকরাম টাওয়ার (১২ তলা), ঢাকা-১০০০
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন, প্রধান কার্যালয়, ৮০/২ (৩য় তলা), কাকরাইল ভিআইপি সড়ক, ঢাকা-১০০০
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা মালিক গ্রুপ, ৩৪০/এ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা ব্যবসায়ী মালিক সমিতি, ৩৭৮ টংগী ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, ৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, খদ্দরবাজার শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা।
৩৩। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মটর সাইকেল এসেম্বলরস এন্ড ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশন, ১০২ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২৩/৩/১৭

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩২২৭
E-mail: dsdtcadmtc@rthd.gov.bd